

সমকাল

1 2 JAN 2026

প্রত্যক্ষ রপ্তানিতেও নগদ সহায়তা মেলে না পোশাকের অ্যাক্সেসরিজে

সংবাদ সম্মেলনে
উদ্যোক্তাদের অভিযোগ

সমকাল প্রতিবেদক

তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রধান দুর্বলতা লিড টাইম। প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশের রপ্তানিতে লিড টাইম বেশি লেগে যায়। পোশাক পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্তত ৪০ ধরনের দেশীয় অ্যাক্সেসরিজ প্রচ্ছন্ন রপ্তানি পণ্য হিসেবে এই লিড টাইম কমিয়ে আনতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে। তবে অন্য প্রচ্ছন্ন রপ্তানিপণ্যের মতো নগদ সহায়তাসহ নীতি-সমর্থন পায় না অ্যাক্সেসরিজ খাত। এমনকি প্রত্যক্ষ রপ্তানিতেও নগদ সহায়তা দেওয়া হয় না।

গতকাল রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) নেতারা। গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং পণ্য ও মেশিনারিজ প্রদর্শনী 'গ্যাপেক্সপো' উদ্বোধন রাজধানীর হোটেল লা ভিঞ্চিতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান কমিটির নেতারা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এতে জানানো হয়, চার দিনের এই প্রদর্শনী আগামী মঙ্গলবার রাজধানীর

আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় শুরু হবে। এতে ১৮টি দেশের ১৫ শতাধিক প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন করবে। এটি হবে এ পর্যন্ত আয়োজিত এ ধরনের প্রদর্শনীর মধ্যে সবচেয়ে বড়।

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএপিএমইএর সভাপতি মো. শাহরিয়ার বলেন, প্যাকেজিং পণ্যের ৭০০ বিলিয়ন ডলারের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশে হিস্যা ৫০ কোটি ডলারের মতো। বাজারে পিছিয়ে থাকার মূল কারণ হলো সরাসরি রপ্তানিতে কোনো প্রণোদনা না থাকা ও নীতি-সহায়তার অভাব। প্রায় সব প্রচ্ছন্ন প্রত্যক্ষ রপ্তানি খাত সরকারের নগদ সহায়তা পায়; কিন্তু তারা পান না। প্রতিযোগী চীন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলো এই খাতে ৪ থেকে ১৭ শতাংশ পর্যন্ত রপ্তানি প্রণোদনা দিয়ে থাকে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন কাঁচামাল আমদানিতে ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক আরোপ রয়েছে। এতে আমদানি করে পণ্য উৎপাদন আর লাভজনক থাকে না। এটি এনবিআর-সংক্রান্ত একটি বড় নীতিগত সমস্যা।

তিনি দাবি করেন, গার্মেন্টস খাতের জন্য যেসব নীতিগত ও ব্যাংকিং সুবিধা রয়েছে, গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ ও প্যাকেজিং খাত সেগুলো থেকে বঞ্চিত। একইভাবে ব্যাংক অর্থায়ন, কাস্টমস সুবিধা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগুলো বাস্তবে তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। ফলে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন তারা। অথচ সরকারের নীতি-সহায়তা পেলে অ্যাক্সেসরিজ খাতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি কয়েক গুণ বাড়ানো সম্ভব।



কালবেলা

রবিবার

12 JAN 2026

আমদানি নীতি আদেশে আসছে বড় পরিবর্তন

জানালেন বাণিজ্য উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি »

বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশে (২০২১-২৪) বড় পরিবর্তন এনে নতুন আমদানি নীতি আদেশের (আইপিও) খসড়া তৈরি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এতে বাণিজ্য সহজীকরণ ও উদারীকরণে বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। গতকাল রোববার সচিবালয়ে আমদানি নীতি আদেশ সংক্রান্ত এক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান তিনি। এ সময় বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা আমদানি আইপিও অর্ডারে বড় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি। সেগুলো কেবিনেটের মাধ্যমে চূড়ান্ত হলে বিস্তারিত জানানো হবে। তবে আমদানি নীতি আদেশ উদারীকরণ ও সহজীকরণের চেষ্টা করছি। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্য স্টেকহোল্ডারদের (অংশীজন) নিয়ে মিটিং করেছি। খুব দ্রুতই আমরা সেটি কেবিনেটে উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। আগামী কেবিনেটে না হলে পরবর্তী কেবিনেটে এটি উঠবে।' আইপিএল ইস্যুতে ভারত-বাংলাদেশের ব্যবসায় কোনো নেতিবাচক প্রভাব দেখছেন না উল্লেখ করে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে আমাদের উদার বাণিজ্য কার্যক্রম চালু রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অভ্যন্তরীণ

বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত না হয়, সে পর্যন্ত আমরা সুনির্দিষ্ট কোনো দ্বিপক্ষীয় সিদ্ধান্ত নিই না। সামগ্রিকভাবে



আমরা উদার বাণিজ্যে বিশ্বাসী। ভারতের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এটার কোনো প্রভাব এসেছে কি না, সেটা দেখছি।' বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, 'বাণিজ্যনীতির পাতায় পাতায় পরিবর্তন হচ্ছে।

আপনারা জানেন, আমরা বাণিজ্য সহজ করতে চাচ্ছি। আমরা আন্তর্জাতিকভাবেও ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন অ্যাগ্রিমেন্টে সই করেছি। সে হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় পরিবর্তন এনে ব্যবসা-বাণিজ্য আরও সহজ করা হচ্ছে। দৈনন্দিন যেসব ঘটনা, এগুলো দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না। তবে ভারত বিভিন্ন স্থলবন্দর বন্ধ করে দিয়ে, গত মে মাসে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে আমাদের রপ্তানি কমেছে। কিন্তু আমরা সে ধরনের পাল্টা পদক্ষেপ নিইনি।'

ভারতে পাট রপ্তানি বন্ধের পদক্ষেপ নিয়ে তিনি বলেন, 'সেটি আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ও জোগান ঠিক রাখার জন্য করা হয়েছে। অন্য দেশের ক্ষতি করার জন্য কিছু করা হয়নি। আমাদের নীতিগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কেন্দ্র করে নেওয়া। আরেকটি দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য কখনো করা হয়নি।'



EXPORTS SLIDE FOR FIFTH STRAIGHT MONTH IN DEC

Total exports: \$3.96b

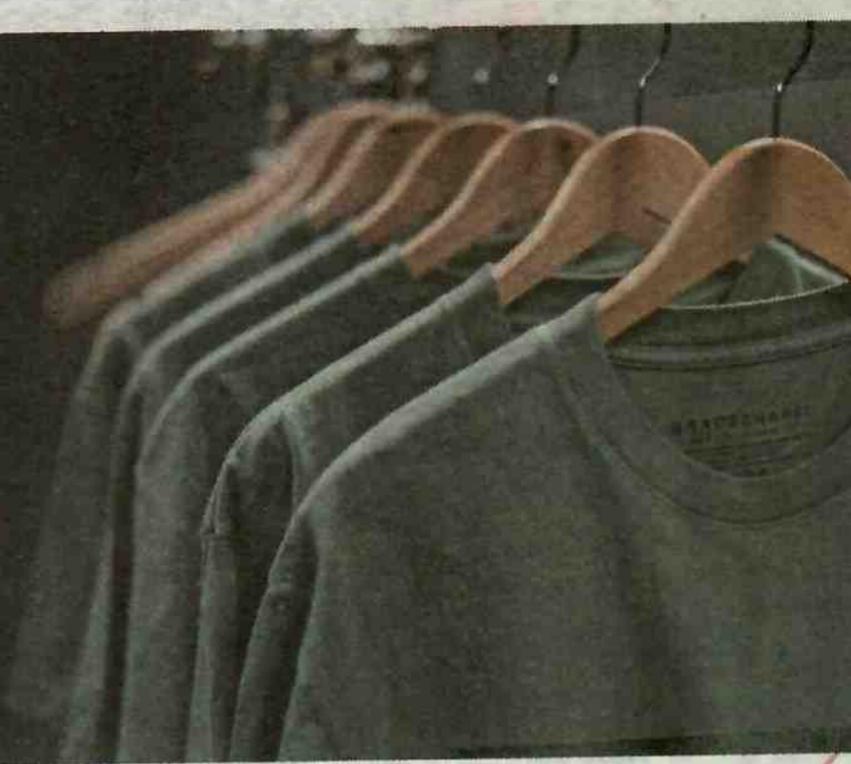
- » ▼14.25% YoY
- ▲1.97% MoM
- 5th straight monthly fall
- » Total RMG: \$3.14b (▼14.23%)
- » Knitwear: \$1.61b (▼13.74%)
- » Woven: \$1.52b (▼14.71%)

What hurt exports

- » US tariffs
- » Weak demand in key markets
- » High competition
- » Geopolitical disruptions

Bright spots

- » Jute & jute goods
- » Home & specialised textiles
- » Fish, vegetables
- » Leather, bicycles



Policy gaps stifle packaging export potential

FE REPORT

Bangladesh is failing to capitalise on vast opportunities in the global packaging market, estimated at around US\$700 billion, due to inadequate policy support and absence of export incentives, industry leaders have said. Despite strong manufacturing capacity and growing global demand, the sector remains constrained by regulatory and fiscal barriers that limit its ability to scale up exports. Md Shahriar, president of the Bangladesh Garment Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Association (BGAPMEA), made the remarks at a press conference at a city hotel on Sunday, jointly organised by ASK and BGAPMEA ahead of the Garment Accessories and Packaging Expo (GAPEXPO) 2026.

He said the industry's proven export performance contrasts sharply with the lack of policy backing it receives, leaving it in a disadvantageous situation.

He said the sector has already demonstrated

▶ Lack of incentives, high duties keep Bangladesh from tapping \$700b global packaging market: BGAPMEA

▶ Four-day garment accessories & packaging expo begins in city on Wednesday

robust export capacity, with direct exports nearing US\$1.6 billion and deemed exports exceeding US\$7.8 billion.

However, the industry has been unable to expand further because of persistent policy and regulatory constraints, BGAPMEA leaders alleged.

Md Shahriar said that despite rising global demand for packaging products, Bangladesh

has struggled to secure a meaningful share of the market mainly because no cash incentive is available for direct exports, along with other structural barriers.

"Packaging products exported directly from Bangladesh are not eligible for any cash incentive, whereas countries such as China, Vietnam, Cambodia and Indonesia offer incentives ranging from 4.0 per cent to 17 per cent," he said, adding that the sector has never been brought under any export incentive scheme, weakening its global competitiveness.

Highlighting policy bottlenecks, Md Shahriar said imports of paper below 300 GSM face very high duties and taxes, in some cases ranging from 58 per cent to 83 per cent, significantly raising production costs. He described this as a major challenge linked to the National Board of Revenue (NBR), noting that such tariff structures undermine the industry's ability to compete with

regional peers.

He also alleged that while the ready-made garment (RMG) sector benefits from extensive policy, banking and regulatory support, the garment accessories and packaging sector remains largely excluded.

"Bank financing, customs facilities and Bangladesh Bank policies applicable to the RMG sector are not implemented in practice for us, resulting in clear discrimination," he said.

Md Shahriar further said that accessories and packaging products are excluded from cash incentives for both direct and deemed exports, even though similar benefits are extended to some other export items, including hogla leaves.

He added that lower GSM paper is not allowed under duty-free import facilities, further limiting production flexibility and increasing costs.

The BGAPMEA president urged the government to extend the validity of Utilisation Permits (UPs) from one year to three years, arguing that shorter durations create operational challenges.

He noted that although import policy provisions allow deemed exporters to enjoy the same facilities as direct exporters, this is not reflected in actual implementation.

He also claimed that Bangladesh is now capable of producing 100 per cent of garment accessories and packaging products domestically, countering claims that certain items cannot be made locally.

"If anyone says a particular product cannot be produced in Bangladesh, we are ready to take them to factories to demonstrate the manufacturing process," he said.

According to him, the existing infrastructure, skilled workforce and

factory capacity developed for the RMG sector can be utilised to significantly boost direct exports of packaging products without requiring major new investments or additional manpower. The press conference was informed that written proposals have already been submitted to the NBR and the Ministry of Commerce, seeking export incentives, tax exemptions on raw material imports and broader policy support.

Speakers expressed optimism, noting that the government has already identified the accessories and packaging sector as a potential driver of export growth and employment.

Replying to questions, Md Shahriar said there is no conflict with the garment sector, describing accessories and packaging as a key supporting industry.

"If this sector advances, it will help increase export earnings and create more jobs," he added.

Meanwhile, the four-day GAPEXPO will begin on Wednesday at the International Convention City Bashundhara (ICCB) in the capital.

The 23rd edition of Garment Technology Bangladesh (GTB) 2026 and the 12th edition of the International Yarn & Fabrics Sourcing Show 2026 will also be held concurrently with the 14th edition of the GAPEXPO.

The combined expos feature around 350 exhibitors from more than 15 countries, spread across 1,500 booths and showcasing over 450 global brands.

Exhibits cover garment machinery and parts, accessories and packaging, yarn and fabrics, bringing the entire RMG supply chain under one roof.

The trade show will remain open to business visitors from 11:00 am to 7:00 pm throughout the event.

newsmanjasi@gmail.com

